2.4. মূল্যবোধের সংকট (Value Crisis)

সংকট (Crisis)

সংকটের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Crisis' গ্রিক শব্দ 'Krisis' থেকে উদ্ভূত (বহুবচনে এটির ইংরেজি রূপ 'Crises' বিশেষণে হয় 'Critical')। 'সংকট' হল এমন কোনো ঘটনা বা বিষয় যা অস্থির ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির ইঙ্গিতবাহী এবং এটি ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী সমাজ বা গোটা সমাজের বিপদ ডেকে আনতে পারে।

মূল্যবোধের সংকট (Crisis of Values)

যখন তত্ত্ব ও বাস্তব মুখোমুখি হয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তখন অসন্তোষ, চাপ ও সংকট জন্ম নেয়। অন্য দিক দিয়ে বলা যায় মূল্যবোধের উন্নয়ন বা বিকাশ সহজে সম্ভব নয় যদি 'মূল্যবোধ বিরোধী' (Antivalues) কোনো বিষয় বাধাদানে বজায় থাকে।

মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং নীতির সংকট কোনো বিষয়ে তখনই ঘটে যখন সেটি তার অর্থ (Meaning) এবং প্রায়োগিক প্রয়োজনীয়তা বাস্তব পরিস্থিতিতে হারাতে থাকে (These crisis of values beliefs or principles occur when they start losing meaning and practical usefulness in concrete matters.)।

2.4.1. আধুনিক সমাজে মূল্যবোধের সংকটের কারণসমূহ (Causes of Value Crisis in Modern Society)

মূল্যবোধের সংকটের কারণ ততটা বৌদ্ধিক নয়, যতটা নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে মানুষের মধ্যে সংহত নৈতিক বিকাশের ফাঁক থেকে যাচ্ছে। ফলে মানুষ হাইড্রোজেন এবং নিউক্লিয়ার বোমার মতো শক্তিশালী বিস্ফোরক আবিষ্কারেও পিছপা হয় না, যা ক্ষণেই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে। ধনসম্পদ এখন ঈশ্বরের মতো পূজিত হয়, অহংকার হয় উচ্চমার্গের, স্বার্থপরতা বুদ্ধিকে গ্রাস করে। মানুষের নিজেকে জাহির করার প্রবণতা বেড়ে গেছে। যা কিছু করার ইচ্ছা হল অলংকার, এবং সেজন্য ঠিক পথে চলা হয়ে গেছে এখন কথার কথা। জগতে পরদুঃখকাতরতা নেই বললেই চলে, কৃতজ্ঞতাবোধ নিষ্প্রভ, ক্ষয়িষ্ণু, ভণ্ডামিই হল জীবনচর্যার উৎকৃষ্ট লক্ষণ। স্নেহভালোবাসা পাওয়া এক দুর্বিপাক বলে মনে হয়। মূল্যবোধের অবক্ষয় মূলত ঘটে প্রাচীন মূল্যবোধের সঙ্গে বর্তমান জ্ঞানোন্মেষ, উন্নত কারিগরি অগ্রগতি, পারমাণবিক যুদ্ধোন্মাদনা, জৈবিক অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, ক্ষেপণাস্ত্র

Scanned by TapScanner

ইত্যাদি উৎপাদনে সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার কারণে। এগুলি মানবসমাজের কাছে ক্রমে ভয়াবহতার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উন্নত দেশগুলি সকলেই ভয়ানহ অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধসরঞ্জাম উৎপাদন করে এবং সমস্ত উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে। তাদের আগ্রাসী মনোভাব ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অধুনা সমগ্র মানবসমাজ এক ভয়ের আবহে বাস করে। উপরন্তু বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

বেশ্যাবৃত্তি, বেআইনি বিবাহ, বিচ্ছিন্ন পরিবার, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ছেদ ইত্যাদিও মূল্যবোধ সংকটের কারণ। পরিবারে শান্তি ও নিরাপত্তার অভাব মূল্যবোধ অবক্ষয়ে ইন্ধন জোগায়। মূল্যবোধের অবনমনে পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ তাদের দায় কখনও অস্বীকার করতে পারে না। মাতাপিতার জীবনচর্যাও শিশুদের মনে গভীর ছাপ ফেলে।

সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন মূল্যবোধ এক লহমায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে এমনটা হতে পারে না। এগুলির অনেকগুলিরই মানুষের জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এমনকি এগুলি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাতারাতি পরিবর্তনের বিষয় নয়। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যা চিরন্তন সহযোগিতা এবং নৈতিকতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, যা মানুষকে পশুর থেকে পৃথক করে দেখায় যা হিংসা ও দ্বেষকে কিছুতেই কাছে ঘেঁষতে না দেওয়ার কথা বলে, সেগুলিকে আজকের যুবসমাজ মূল্যবোধের নতুন বিন্যাস কীভাবে আত্মস্থ করবে বুঝে উঠতে পারে না। যুবসমাজ ভাববাদে আপ্লুত নয়। নৈতিকতায় সম্মান দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না, মানুষ ন্যায় ও অন্যায়ে, সৎ-অসৎ-এ বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে না। সবার ঊর্ধ্বে সম্মানীয় আদর্শ এখন ধনসম্পদ ও ক্ষমতা। আগেকার মানুষের মধ্যেই যখন এই ধারণা ঢুকে গেছে তখন নবপ্রজন্ম চিরাচরিত মূল্যবোধকে মান্যতা দেবে তা হয় না। শিক্ষকগণের নেতৃত্বদানে ব্যর্থতা আধুনিক সমাজে মূল্যবোধ অবক্ষয়ের আর এক অন্যতম কারণ।

মূল্যবোধ সংকটের চারটি কারণের উপর এখানে জোর দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল—

1. বস্তুতান্ত্রিক কারণ (Materialistic Cause)
2. সামাজিক কারণ (Social Cause)
3. অর্থনৈতিক কারণ (Economic Cause)
4. ধর্মীয় গোঁড়ামি/ধর্মান্ধতা (Religious Evils)

1. **বস্তুতান্ত্রিক কারণ (Materialistic Cause):** বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি অগ্রগতির যুগে মানুষের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনে দ্রুত পরিবর্তন এসেছে। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দ্রুত উৎপাদন এবং পরিবর্তনের সঙ্গে চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অনেকক্ষেত্রেই ফাঁক থেকে যায়। সে কারণে মূল্যবোধের সংকট দেখা দেয়। নতুনগুলি কীভাবে গ্রহণ করব? কেনই বা গ্রহণ করব এই সব ভাবনা সংকট সৃষ্টি করে।

Scanned by TapScanner

2. **সামাজিক কারণ (Social Cause):** প্রতিটি সমাজের কিছু রীতিনীতি ও প্রথা আছে। সামাজিক এই রীতিনীতি ও প্রথা বিশেষ কতকগুলি জীবনাদর্শের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই জীবনাদর্শের সঙ্গে আধুনিক জীবন পরিবেশের সংঘাতের দরুন অনেক সময় এই সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথাগুলিকে ব্যক্তির নিকট অর্থহীন মনে হয়। এর ফলে ব্যক্তিজীবনে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তাকে সামাজিক কারণে মূল্যবোধের সংকট বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এ রকম একটি মূল্যবোধ যা সংবিধান দ্বারা নির্দেশিত এবং গণতন্ত্রের স্তম্ভ। যেসব সংস্থা তাদের এবং সমগ্র জনগণের দ্বারা সমানভাবে পালনীয় এদের যে-কোনো অংশ যদি এই মূল্যবোধ যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয় তবে সকলক্ষেত্রেই সংকট দেখা দেয়।

3. **অর্থনৈতিক কারণ (Economic Cause):** বর্তমান জগতে ভোগবাদী সমাজে সকলের লক্ষ্য হল যেনতেন প্রকারেণ বিত্তশালী হওয়ার উপায় খোঁজা। সবার ঊর্ধ্বে সম্মাননীয় এবং পালনীয় আদর্শ হল ধনসম্পদ ও ক্ষমতালিপ্সা। এরজন্য প্রয়োজন হলে কিছু ব্যক্তি যে-কোনো ধরনের দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে (ঘুষ, কর ফাঁকি, ড্রাগ ও নারী পাচার, প্রতারণা ইত্যাদি)। ন্যায়-অন্যায়, সততা-অসততা এখন শুধু আভিধানিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে যারা সৎ পথে উপার্জন করছে বা করার চেষ্টা করে তাদের ন্যূনতম চাহিদাও পূরণ হতে চায় না। এই অবস্থায় যুবসমাজের মধ্যে মূল্যবোধ সম্পর্কে সংকট তৈরি হচ্ছে যাকে অর্থনৈতিক কারণে সংকট বলে ব্যাখ্যা করা যায়।

4. **ধর্মীয় গোঁড়ামি/উন্মাদনা (Religious Evils):** ধর্মের ইংরেজি শব্দ 'Religion' লাতিন শব্দ 'Religare' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ 'To unite together' অর্থাৎ একত্রে এক দল মানুষকে বেঁধে রাখা। মহামানবগণ বলে গেছেন "সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।" **স্বামী বিবেকানন্দ** বলেছেন—"ধর্ম হল মানুষের মধ্যে আগে থেকেই বর্তমান দেবতাত্মার প্রকাশ" (Religion is manifestation of divinity all ready in man)। এই সঙ্গে এবং মনোভাব মানুষে মানুষে বিভেদ ঘটায় না, ঘটাতে পারে না। বিবেকানন্দই বলছেন—"Education is the manifestation of perfection already in man."। তিনি "মানুষ তৈরির শিক্ষা" (Man making education)-র উপর জোর দিয়েছেন। এর থেকে প্রতীয়মান হয় মহামানবগণ "মানবসেবাই পরম ধর্ম" এই উক্তির উপর জোর দিয়েছেন। এর বিপরীতে ধর্মান্ধ ব্যক্তি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ধর্ম-উন্মাদনায় অন্ধ হয়ে যদি এক ধর্মের অনুশাসন অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চান তবে ধর্মের অন্তর্নিহিত বিষয়টিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধর্ম মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মীয় কারণে মূল্যবোধের সংকট সৃষ্টি হয়।

Scanned by TapScanner